দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রাশ প্রোগ্রাম শিগগিরই

॥ নিজামুল হক ॥

এমপিওভুক্তির যথার্থতা যাচাই এবং অব্যবহৃত এমপিও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করবে সরকার। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, পরিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ভৌত অবকাঠামোর অবস্থা জেনে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এমপিও ভুক্তির যথার্থতা যাচাই

দেশে বর্তমানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৫ হাজার ৫৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত কলেজ রয়েছে ৫৯৫টি, ২ হাজার ১৯টি মাদ্রাসা এবং ২ হাজার ৯৭৬টি অতিরিক্ত স্কুল। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে পরিমাণে হওয়া উচিত বর্তমানে এ সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। অন্যদিকে নতুন এমপিওভুক্তির জন্য কয়েক হাজার আবেদন জমা পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। বর্তমানে (৪র্থ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সারাদেশে শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে চলছে তা যাচাইয়ে এ প্রোগ্রাম চালু করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নীতিমালা মানছে না, আর্থিক অনিয়ম করছে, শিক্ষার্থী সংখ্যা কম- সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিপাকে পড়েছে সরকার। নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, মামলা, কোন্দল, দলাদলি ছাড়াও এমপিওভুক্তি লাভের যোগ্যতা হারিয়েছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়া হয়েছে, নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক। সরকারের ক্ষতি করছে কোটি কোটি টাকা। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারিদের বেতন বাবদ সরকারি চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) তাহমিনা বেগমের নেতৃত্বে ২৪টি গ্রুপ ২১ দিন ধরে রাজশাহী বিভাগের ২ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালায়। পরে এক প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। প্রতিবেদন দেখে শিক্ষামন্ত্রী বিস্মিত হন। তিনি রাজশাহী বিভাগের শিক্ষার মান ও পরিবেশ হতাশাব্যঞ্জক বলে উল্লেখ করেন। সমস্যা উত্তোরণে বিভিন্ন কর্মশালা, মতবিনিময় সভা করে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সারাদেশে এ প্রোগ্রাম চালু করার সিদ্ধান্ত নেন।

রাজশাহী বিভাগের ক্রাশ প্রোগ্রামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তির শর্ত পালন করা হচ্ছে না। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ এবং আসবাবপত্র নেই। নেই পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠদান হয় না। পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হতাশাজনক।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এমপিও প্রাপ্তির যোগ্য নয়। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল। একই শিক্ষার্থী একই অঞ্চলের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধীকৃত। একই এলাকায় একই ক্যাম্পাসে সমমানের ও সমস্তরের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে গেছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ল্যাব ও কম্পিউটার শিক্ষক নেই, এমনকি বিদ্যুৎ নেই। কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষক আবার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীর চেয়ে খাতা কলমে লেখা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে এমপিও লাভের জন্য কাম্য শিক্ষার্থী নেই। রেকর্ডপত্রে ভুল তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে এবং সরকারি বেতন ভাতা গ্রহণ করছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম।

সুপারিশে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা, যে সব প্রতিষ্ঠানে কাম্য শিক্ষার্থী নেই সে প্রতিষ্ঠানের সে স্তর বন্ধ করে দেয়া, কাম্য শিক্ষার্থী নেই, অথচ নির্ধারিত আয়তনের মধ্যে একাধিক অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তেমন ২/৩টি প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয় করে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।